

বিনিয়োগ আকর্ষণে বড় বাধা ৮টি

এমসিসিআই-পলিসি এক্সচেঞ্জ

সংগঠন দুটির আয়োজিত 'দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নয়ন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' শীর্ষক সংলাপে এসব বাধার কথা বলা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকর্ষণের পথে বর্তমানে আটটি বড় বাধা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো। আরেকটি সমস্যা হলো, কোনো সমন্বিত দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের কৌশল না থাকা। সেই সঙ্গে রয়েছে জ্বালানি, অবকাঠামো ও উচ্চকরের চাপ। এ অবস্থায় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে এসব বাধা দূর করতে হবে।

প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের যৌথভাবে আয়োজিত 'দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নয়ন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' শীর্ষক এক সংলাপে বক্তারা এসব বাধার কথা উল্লেখ করেন। গতকাল বুধবার রাজধানীর গুলশানে এমসিসিআই কার্যালয়ে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ জানান, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য বাধার মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগ নিয়ে পরিকল্পিত প্রচারণার অভাব, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে ফারাক, সরকারি-বেসরকারি খাতের মধ্যে দূরত্ব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, বিনিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক খাতের অভাব এবং বিনিয়োগ-পরবর্তী সেবার ঘাটতি।

এ অবস্থায় বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে কিছু পরামর্শ দিয়ে মাসরুর রিয়াজ বলেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে সরকার তাত্ক্ষণিক সাতটি সংস্কার করতে পারে। এগুলো হলো, একটি সমন্বিত জাতীয় বিনিয়োগনীতি প্রণয়ন; ব্যবসা নিবন্ধনপ্রক্রিয়া সহজ করা; অবকাঠামো ও জ্বালানি খাতের সংকট নিরসন; অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; দক্ষ জনবল তৈরি; পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের প্রসার এবং বাণিজ্যিক চুক্তির সুরক্ষা ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আধুনিক আইনি কাঠামো প্রণয়ন।



প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ আয়োজিত 'দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নয়ন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা। গতকাল রাজধানীর গুলশানে এমসিসিআইয়ের কার্যালয়ে। ছবি: প্রথম আলো

মাসরুর রিয়াজ আরও বলেন, নতুন সরকারের সামনে আগামী দুই বছরের কম সময়ে এক কোটি নতুন কর্মসংস্থান তৈরির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এটা কেবল বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমেই সম্ভব হবে। আর এ জন্য ব্যবসায়িক পরিবেশের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ইউরোচ্যামের চেয়ারপারসন নুরিয়া লোপেজ বলেন, 'বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের ক্রান্তিকালে রয়েছে। এ অবস্থায় ইইউর সঙ্গে অবশ্যই আমাদের একটি মুক্তবাণিজ্য চুক্তি থাকতে হবে। কারণ, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাজারে যদি মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা না থাকে, তাহলে বিনিয়োগ বাড়ার তেমন কোনো সুযোগ থাকবে না। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভিয়েতনাম ও ভারত ইতিমধ্যেই এ চুক্তি করেছে।'

রপ্তানির নতুন বাজার সম্প্রসারণে দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, তুরস্কের মতো দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি করার পরামর্শ দেন তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। তিনি বলেন, 'তৈরি পোশাক খাতে প্রায় আট বিলিয়ন ডলারের নতুন বাজার তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অনেক দেশে বাজার সম্প্রসারণ করা যাবে। কিন্তু এ জন্য আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, তুরস্কের মতো দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি করা প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে এসব দেশে রপ্তানিতে শুষ্ক অনেক বেশি। আমরা এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছি।'

মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'জ্বালানি সমস্যা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া

খানের ১৩% থেকে ১৪% সুদ ব্যবসা শুরু করা বা চালিয়ে যাওয়ার জন্য খুব একটা সহায়ক পরিস্থিতি নয়। এ বিষয়ে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমর্থন চাই।'

ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) জিনিয়া হক বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নথিপত্র ও নিবন্ধনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর ও সময়সাপেক্ষ। সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে, যা ব্যবসার গতিকে কমিয়ে দেয়।

মারগুব কবির অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের হেড অব চেম্বারস মারগুব কবির বলেন, 'বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থার অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হলো বিরোধ নিষ্পত্তি। এ ক্ষেত্রে আমাদের মূল সমস্যা হলো, ধীরগতির বিচারব্যবস্থা। যেমন আমার এক জাপানি মক্কেল ২৫ বছর ধরে বাংলাদেশে ব্যবসা করছেন। ২০১৮ সাল থেকে তাঁদের একটি চুক্তিসংক্রান্ত বিরোধ চলছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই মামলার সুরাহা হয়নি।'

স্বাগত বক্তব্যে এমসিসিআই মহাসচিব ফারুক আহমেদ বলেন, 'দুই দশক ধরে বাংলাদেশে বার্ষিক প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রায় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে ১৮০ কোটি ডলারের আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে। অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর এফডিআই অনেক গুণ বেড়েছে। কারণ, আমাদের বড় ধরনের ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব সমস্যা যতক্ষণ না আমরা সমাধান করতে ও বাধাগুলো ডিঙাতে না পারছি, আমরা যতই আলোচনা করি না কেন, দেশি-বিদেশি কোনো বিনিয়োগই বাড়বে না।'



প্রিন্স আলেক

30 APR 2026

বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম ১৬% বাড়তে পারে: বিশ্বব্যাংক

ইরান যুদ্ধের প্রভাব

বিশ্বব্যাংক বলেছে, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশের গড় মূল্যস্ফীতি চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে পারে।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ইরান-ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের মধ্যে পণ্যমূল্য নিয়ে দুঃসংবাদ দিল বিশ্বব্যাংক। যুদ্ধের কারণে চলতি বছর জিনিসপত্রের দাম গড়ে ১৬ শতাংশ বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এই বৈশ্বিক সংস্থা।

কমোডিটি মার্কেট আউটলুক বা পণ্যবাজার-বিষয়ক পূর্বাভাস ২০২৬-এর এপ্রিল সংস্করণে বিশ্বব্যাংক বলেছে, জ্বালানির দামে উর্ধ্বগতির কারণে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির (ইএমডিই) দেশগুলোর প্রবৃদ্ধিতে চাপ তৈরি হবে। এসব দেশের গড় মূল্যস্ফীতি চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে এমনিতেই তিন বছরের বেশি সময় ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। এখন মূল্যস্ফীতি আরও বাড়লে মানুষের ভোগান্তি বাড়বে।

২০২২ সালের পর এবারই পণ্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে পূর্বাভাস দিল বিশ্বব্যাংক। পরিস্থিতি অনেকটাই নির্ভর করছে মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে ঘিরে জ্বালানিবাজারের গতিপ্রকৃতির ওপর। অর্থাৎ জ্বালানির দাম কতটা বাড়ে বা কমে, এর ওপর আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম ওঠানামা করবে। চলতি ২০২৬ সালে গড় জ্বালানি মূল্য ২৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চলমান এ যুদ্ধের প্রভাব শুধু জ্বালানিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। রপ্তানিতে বিঘ্ন ও উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় কৃষি খাতে ব্যবহৃত সারের দাম এ বছর উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে পারে। একই সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের চাপে খাদ্যপণ্য ও ধাতুর দাম বাড়ছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাধারণ ধাতুর গড় দাম রেকর্ড উচ্চতায় উঠতে পারে। মূল্যবান ধাতুর ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যেতে পারে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় বা আরও জটিল হয়ে ওঠে, তাহলে ২০২৬ সালে ব্রেন্ট তেলের গড় দাম ব্যারেলপ্রতি ৯৫ থেকে ১১৫ ডলারের মধ্যে উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য পণ্যের দামও পূর্বাভাসের চেয়ে

বেশি বাড়তে পারে।

যুদ্ধের প্রভাবে এখন অনেক বাজার অস্থির হলেও ২০২৬ সালের প্রথম কয়েক মাসে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কৃষিপণ্যের মূল্যসূচক মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। সংঘাতের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় মার্চ মাসে খাদ্যপণ্যের উপসূচক ২২ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠে।

তবে কৃষিপণ্য সূচকের ভেতরে ভিন্ন চিত্রও ছিল। ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে কোকো ও কফির সরবরাহসংকট ধীরে ধীরে কেটে যাওয়ায় পানীয় পণ্যের দামে বড় ধরনের পতন ঘটে। এতে সামগ্রিকভাবে কৃষিপণ্যের দাম কিছুটা সামাল দেওয়া যায়।

যুদ্ধ শুরুর আগে তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকলেও মার্চ মাসে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সারের মূল্যসূচক হঠাৎই ২০২২ সাল-পরবর্তী সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে যায়। মধ্যপ্রাচ্য থেকে সমুদ্রপথে রপ্তানি কার্যত থমকে যাওয়ায় এই অবস্থা দেখা দিয়েছে।

মার্চের শেষে ইউরিয়ার যে দাম ছিল, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে তা প্রায় একই অবস্থায় ছিল। অন্যদিকে ফের্গারির পর থেকে অন্যান্য সারের দাম কিছুটা বেড়েছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ কমে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। ফলে সারের দাম বাড়ছে

বাংলাদেশেও প্রভাব পড়ছে

মূল্যস্ফীতি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ২০২২ সালে বিশ্বের সব দেশেই মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যায়। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু অন্যান্য দেশ সেই চক্র থেকে বেরিয়ে এলেও বাংলাদেশ এখনো পারেনি। সর্বশেষ মার্চ মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ।

চলমান জ্বালানিসংকটের কারণে ইতিমধ্যে দেশে জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ডিজেলের দাম ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে ১১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অকটেনের দাম ১২০ থেকে ১৪০ টাকা, পেট্রোল ১১৬ থেকে ১৩৫ টাকা এবং কেরোসিন ১১২ থেকে ১৩০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর আগে ২০২২ সালের আগস্টে অকটেনের দাম সর্বোচ্চ ১৩৫ ও পেট্রলের দাম ১৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। একই মাসে আবার দাম ৫ টাকা কমিয়ে ১৩০ ও ১২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এরপর সরকার প্রতি মাসে জ্বালানির দাম নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু সেবার জ্বালানির দাম বাড়ার প্রভাবে দেশে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি শুরু হয়, সেই চক্র থেকে এখনো বেরোনো সম্ভব হয়নি।



বনিক বার্তা

30 APR 2026

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা নিয়ে ঢাকা-বেইজিং আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ ও চীন বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বেঠকে উভয় পক্ষ বিদ্যমান দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ক পর্যালোচনা করে এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক খাতে সহযোগিতা আরো জোরদারের উপায় নিয়ে আলোচনা করে।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারবিষয়ক বিশেষ সহকারী তানভীর গনি এবং চীনা দূতাবাসের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাউন্সেলর সং ইয়াং উপস্থিত ছিলেন।



বিটিকেজি এক্সপোর উদ্বোধনে বাণিজ্যমন্ত্রী ব্যবসা সহজ করতে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই দেয়া হবে প্রতিশনাল লাইসেন্স

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ব্যবসা গুরুত্ব দীর্ঘসূত্রতা কাটিয়ে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে বড় ধরনের নীতিগত পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি জানিয়েছেন, এখন থেকে নতুন উদ্যোক্তারা আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রতিশনাল লাইসেন্স বা সাময়িক অনুমোদন' পাবেন, ফলে প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আর ব্যবসা গুরুত্ব বিলম্ব হবে না।

গতকাল রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায় অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটাইল, নিটিং ও গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এক্সিভিশন ২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ নিটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) ও ইনফোরচেইন ডিজিটাল টেকনোলজি কোম্পানি

বক্তব্য দেন ইনফোরচেইন ডিজিটাল টেকনোলজি লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর স্পেন্সার লিন এবং অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন বিকেএমইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট (ফাইন্যান্স) মোর্শেদ সরোয়ার সোহেল।

শিল্প খাতের বিদ্যমান সংকট তুলে ধরে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'শিল্প খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প—বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে জ্বালানি সংকট ও উচ্চ সুদহার এ খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে ১৩-১৪ শতাংশের মতো উচ্চ সুদহার শ্রমঘন শিল্প, বিশেষ করে টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাতের জন্য বড় বাধা। এ ধরনের ডাবল ডিজিট সুদহার দিয়ে কম মুনাফার শিল্প টিকিয়ে রাখা কঠিন। সরকার ধীরে ধীরে সুদহার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে, যাতে নতুন বিনিয়োগ বাড়ে এবং বিদ্যমান শিল্পগুলো টিকে থাকতে পারে।'

লিমিটেডের যৌথ
আয়োজনে প্রদর্শনীটি
আগামী ২ মে পর্যন্ত
চলবে। এতে টেক্সটাইল,
নিটওয়ার ও গার্মেন্টস
খাতের যন্ত্রপাতি এবং
প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব
করেন বিকেএমইএ
সভাপতি মোহাম্মদ
হাতেম এবং স্বাগত
বক্তব্য দেন এক্সিভিশনের
কনভেনর ফজলে
শামীম এহসান। এছাড়া



Revitalising manufacturing sector

Expansion of service sector will continue to drive economic growth, but an economy without a robust manufacturing base risks becoming consumption-driven rather than production- and innovation-driven

writes

Atiqul Kabir Tuhin

In a developing economy, employment in the industrial and service sectors typically grows faster than in agriculture. The industrial sector, as the main driver of economic growth, absorbs surplus rural labour and boosts productivity through mechanisation, scale, and technological upgrading. This process, widely recognised in Development Economics as structural transformation, has historically powered the transition of economies from low- to middle-income status. However, the opposite pattern is now being observed in the country's labour market. Employment in agriculture has increased significantly in recent years, a trend that economists argue runs counter to the expected trajectory of development.

Concerns over this reversal were highlighted at the recent annual economists' conference organised by the South Asian Network on Economic Modeling (SANEM). According to a research paper presented by Nazmus Sadat Khan, Senior Economist at the World Bank, agricultural employment declined between 2010 and 2017 in line with rising GDP and standard structural transformation patterns. However, between 2017 and 2024, this trend reversed: employment in agriculture increased markedly, while both industrial and service sector employment contracted.

Declining employment in the industrial sector is not good news for a country on the verge of graduating from Least Developed Country (LDC) status. Economists note that Bangladesh is still far from reaching the saturation point of employment generation. As a lower middle-income economy, the share of industrial employment should continue to expand until full middle-income status is achieved. The current slowdown in industrial job creation, therefore, points to deeper structural weaknesses, reflecting waning dynamism and a pattern of jobless growth.

According to the research, around 43 per cent of new employment over the past decade has come from agriculture, forestry and fisheries. One of the key drivers behind this shift appears to be the fallout from the Covid-19 pandemic, which disrupted urban labour markets and forced many workers to return to rural areas after losing their jobs. A significant proportion of these returnees have taken refuge in subsistence agriculture or informal farm-related activities. At the same time, some young people have entered agricultural subsectors such as livestock, poultry, and fisheries—either due to a lack of meaningful employment opportunities or driven by entrepreneurial ambition. However, agriculture appears to be functioning as a fallback option, raising concerns about widespread disguised unemployment.



driven technologies to remain competitive, the demand for low-skilled labour is gradually declining. While such technological upgrading enhances productivity, reduces lead times, and improves compliance with international standards, it also limits the sector's capacity to absorb large numbers of unskilled and semi-skilled workers. This suggests that future employment growth in industry will be more skill-intensive, underscoring the need for investment in human capital and technical training. However, the most significant constraint on industrial job creation is neither the expansion of agriculture nor the advance of automation, but the persistent lack of new investment. Weak private sector investment in industrial production has been the main reason for the slowdown in employment generation. Consequently, industrial growth has been on a gradual decline since 2020-21, falling to just 1.27 per cent in the second quarter of FY2025-26. The sector has, in fact, been battered by a series of internal and external shocks. From the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war to domestic political instability and

a hundred factories reportedly ceased operations due to labour unrest, politically motivated attacks, and a sharp rise in bank lending rates—all of which have heightened the cost of doing business. Although the restoration of a political government raised hopes for renewed investment, fresh geopolitical tensions and a persistent energy crisis have continued to weigh heavily on the investment climate.

The result is a prolonged period of industrial stagnation, which is not only affecting job creation but also spilling over into the broader economy. GDP growth slipped to 3.03 per cent in the second quarter of the current fiscal year, underscoring how subdued industrial performance is dragging down overall economic momentum. Many argue that the root of this structural imbalance can be traced back to the early 1990s, when Bangladesh adopted a liberalised market framework and reoriented policies in ways that often favoured the service sector. Over time, this allowed low-entry, low-productivity service activities to expand rapidly, while manufacturing struggled to remain competitive. According to the 2024 economic census by the

decades ago. In contrast, service-sector businesses dominate, comprising more than 90 per cent of economic units. The expansion of service sector will continue to drive economic growth, but an economy without a robust manufacturing base risks becoming consumption-driven rather than production- and innovation-driven. Reversing this trend will require a coherent industrial strategy — one that places manufacturing at the centre of economic transformation. Government policy needs to offer targeted incentives to diversify industrial output beyond the RMG sector. Small and medium enterprises (SMEs) deserve priority as key engines of job creation. Besides, promoting agro-based and agriculture-linked industries can further facilitate the gradual movement of surplus labour into higher-value activities. At the same time, the authorities should focus on attracting foreign direct investment in manufacturing, particularly in sectors with strong potential for technology transfer, value addition and export diversification. Overall, if Bangladesh is to build a resilient, production-oriented economic base it must

from low- to middle-income status. However, the opposite pattern is now being observed in the country's labour market. Employment in agriculture has increased significantly in recent years, a trend that economists argue runs counter to the expected trajectory of development.

Concerns over this reversal were highlighted at the recent annual economists' conference organised by the South Asian Network on Economic Modeling (SANEM). According to a research paper presented by Nazmus Sadat Khan, Senior Economist at the World Bank, agricultural employment declined between 2010 and 2017 in line with rising GDP and standard structural transformation patterns. However, between 2017 and 2024, this trend reversed: employment in agriculture increased markedly, while both industrial and service sector employment contracted.

Declining employment in the industrial sector is not good news for a country on the verge of graduating from Least Developed Country (LDC) status.

Economists note that Bangladesh is still far from reaching the saturation point of employment generation. As a lower middle-income economy, the share of industrial employment should continue to expand until full middle-income status is achieved. The current slowdown in industrial job creation, therefore, points to deeper structural weaknesses, reflecting waning dynamism and a pattern of jobless growth.

According to the research, around 43 per cent of new employment over the past decade has come from agriculture, forestry and fisheries. One of the key drivers behind this shift appears to be the fallout from the Covid-19 pandemic, which disrupted urban labour markets and forced many workers to return to rural areas after losing their jobs. A significant proportion of these returnees have taken refuge in subsistence agriculture or informal farm-related activities. At the same time, some young people have entered agricultural subsectors such as livestock, poultry, and fisheries—either due to a lack of meaningful employment opportunities or driven by entrepreneurial ambition. However, agriculture appears to be functioning as a fallback option, raising concerns about widespread disguised unemployment.

Automation may also be contributing to the weakening job prospects in the industrial sector. As factories adopt advanced machinery, digital production systems, and efficiency-



driven technologies to remain competitive, the demand for low-skilled labour is gradually declining. While such technological upgrading enhances productivity, reduces lead times, and improves compliance with international standards, it also limits the sector's capacity to absorb large numbers of unskilled and semi-skilled workers. This suggests that future employment growth in industry will be more skill-intensive, underscoring the need for investment in human capital and technical training. However, the most significant constraint on industrial job creation is neither the expansion of agriculture nor the advance of automation, but the persistent lack of new investment. Weak private sector investment in industrial production has been the main reason for the slowdown in employment generation. Consequently, industrial growth has been on a gradual decline since 2020-21, falling to just 1.27 per cent in the second quarter of FY2025-26. The sector has, in fact, been battered by a series of internal and external shocks. From the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war to domestic political instability and ongoing tensions in the Middle East, each has disrupted supply chains, increased input costs and eroded investor confidence. During the tenure of the interim government, more than

a hundred factories reportedly ceased operations due to labour unrest, politically motivated attacks, and a sharp rise in bank lending rates—all of which have heightened the cost of doing business. Although the restoration of a political government raised hopes for renewed investment, fresh geopolitical tensions and a persistent energy crisis have continued to weigh heavily on the investment climate.

The result is a prolonged period of industrial stagnation, which is not only affecting job creation but also spilling over into the broader economy. GDP growth slipped to 3.03 per cent in the second quarter of the current fiscal year, underscoring how subdued industrial performance is dragging down overall economic momentum. Many argue that the root of this structural imbalance can be traced back to the early 1990s, when Bangladesh adopted a liberalised market framework and reoriented policies in ways that often favoured the service sector. Over time, this allowed low-entry, low-productivity service activities to expand rapidly, while manufacturing struggled to remain competitive. According to the 2024 economic census by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), industrial enterprises now account for just 10 per cent of all businesses, down from more than 12 per cent two

decades ago. In contrast, service-sector businesses dominate, comprising more than 90 per cent of economic units. The expansion of service sector will continue to drive economic growth, but an economy without a robust manufacturing base risks becoming consumption-driven rather than production- and innovation-driven.

Reversing this trend will require a coherent industrial strategy — one that places manufacturing at the centre of economic transformation. Government policy needs to offer targeted incentives to diversify industrial output beyond the RMG sector. Small and medium enterprises (SMEs) deserve priority as key engines of job creation. Besides, promoting agro-based and agriculture-linked industries can further facilitate the gradual movement of surplus labour into higher-value activities. At the same time, the authorities should focus on attracting foreign direct investment in manufacturing, particularly in sectors with strong potential for technology transfer, value addition and export diversification. Overall, if Bangladesh is to build a resilient, production-oriented economic base, it must realign its industrial and investment policies in favour of manufacturing.

aktuhin.fexpress@gmail.com



Investment climate in Bangladesh faces eight key barriers

Policy Exchange urges urgent reforms to restore investor confidence, boost jobs

FE REPORT

Bangladesh's investment climate is being vitiated by a mix of bureaucratic delays, policy uncertainty and rising business costs, making it harder for both local and foreign investors to expand operations and create jobs.

Experts say unless these longstanding barriers are addressed quickly, the country risks losing competitiveness and missing major investment opportunities.

Policy Exchange Bangladesh has identified eight major obstacles, with bureaucratic complexity and a restrictive regulatory framework topping the list.

Energy shortages, infrastructure bottlenecks, high tax pressure, weak institutional coordination and the absence of a clear investment strategy were also cited as major concerns at a policy dialogue in the capital on Wednesday.

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and Policy Exchange Bangladesh jointly organised the meeting.

Policy Exchange Bangladesh Chairman and CEO Dr M Masrur Reaz presented the keynote paper titled "Improving the Investment Climate: Why It's Critical for New Government Priorities and the Upcoming National Budget."

In his presentation, Masrur Reaz said the country also faces the absence of a coordinated domestic and foreign investment strategy, which continues to weaken investor confidence.

He identified additional barriers

TOP INVESTMENT BARRIERS

BUREAUCRATIC COMPLEXITY

Slow approvals, excessive paperwork, weak coordination

RESTRICTIVE REGULATIONS

Difficult business registration, licensing delays, compliance burdens

ENERGY & INFRASTRUCTURE GAPS

Power shortages, gas crisis, logistics bottlenecks

HIGH TAX PRESSURE

Heavy tax burden, unpredictable duties, complex VAT system



POLICY UNCERTAINTY
Gap between political promises and actual implementation

WEAK LEGAL ENFORCEMENT
Slow courts, poor contract enforcement, delayed dispute resolution

LIMITED EXPORT ACCESS
No EU FTA, high tariffs in new markets

LACK OF AFTERCARE SUPPORT
Poor investor servicing after initial investment approval

PREDICTABILITY MATTERS
Investors need stable rules, not policy surprises

including the lack of structured investment promotion, a gap between political commitments and implementation, and weak coordination between the public and private sectors.

He also pointed to limited coordination between the Prime Minister's Office and various ministries, the absence of diversified competitive sectors, leaving the economy heavily dependent on only five key sectors, and inadequate post-investment support or aftercare services.

Against this backdrop, Policy Exchange proposed a set of immediate reforms to strengthen investor confidence.

Masrur Reaz said the government can pursue seven priority reforms.

These include formulating a comprehensive national investment policy, simplifying business registration procedures, addressing

infrastructure and energy constraints, ensuring efficient use of economic zones, developing skilled human resources, promoting green investment, and establishing a modern legal framework for contract enforcement and dispute resolution. BGMEA President Md Mahmud Hasan Khan attended the event as special guest, while EuroCham Chairperson Nuria López, corporate lawyer Barrister Margub Kabir, and Zinnia Huq, Chief Financial Officer (CFO) of Unilever Bangladesh, participated as panel speakers.

EuroCham Chairperson Nuria López said the absence of a free trade agreement (FTA) with the European Union, Bangladesh's largest export destination, is already affecting investor confidence.

"Do we have a free trade agreement with our major customer at this moment—the European Union? No," she said, noting that countries such as

Vietnam and India have already secured similar agreements. She warned that without preferential access to the EU market, Bangladesh risks losing competitiveness to regional peers offering more predictable trade frameworks.

"We need to have, we must have, we must start right now an FTA," López said. "If we don't have free trade access to our largest market, we don't have a horizon to invest."

She also said uncertainty over future market access is influencing investment decisions.

"I have recently started a new business in the agro-processing sector, but I am uncertain about the future. I do not know whether I will be able to export to Europe on equal terms with competitors from countries that already enjoy free market access," she said.

López stressed that predictability is essential for attracting long-term investment, adding that Bangladesh currently lacks it. "We don't have predictability. We don't know what's going to happen in the future," she said, questioning whether there is a clear and investor-friendly policy direction. She linked the urgency of an EU FTA to Bangladesh's broader challenge in attracting foreign direct investment (FDI), saying policy uncertainty continues to undermine investor trust. Addressing the event as special guest, BGMEA President Md Mahmud Hasan

He also identified energy shortages as the most critical challenge for businesses. "For entrepreneurs, energy is a greater concern than financial constraints," he said, adding that without resolving energy and infrastructure bottlenecks, financial support would have limited impact. Unilever Bangladesh CFO Zinnia Huq said business registration and documentation processes in Bangladesh are extremely slow and time-consuming. She pointed to weak coordination among government agencies, which reduces efficiency and delays business operations. Despite a double taxation avoidance treaty, she said

dating back to 2018 remains unresolved. "There is no lack of laws in Bangladesh; the issue is making them simpler and the process faster," he said. Kabir added that foreign investors generally prefer arbitration to avoid lengthy court proceedings. However, even after arbitration awards, enforcement through courts faces similar delays. He called for specialised commercial courts, faster enforcement mechanisms, and judges with commercial expertise to ensure timely resolution of disputes. MCCI Secretary General Farooq Ahmed delivered the welcome address.

newsmanjasi@gamil.com

bureaucratic delays, policy uncertainty and rising business costs, making it harder for both local and foreign investors to expand operations and create jobs. Experts say unless these longstanding barriers are addressed quickly, the country risks losing competitiveness and missing major investment opportunities.

Policy Exchange Bangladesh has identified eight major obstacles, with bureaucratic complexity and a restrictive regulatory framework topping the list.

Energy shortages, infrastructure bottlenecks, high tax pressure, weak institutional coordination and the absence of a clear investment strategy were also cited as major concerns at a policy dialogue in the capital on Wednesday.

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and Policy Exchange Bangladesh jointly organised the meeting.

Policy Exchange Bangladesh Chairman and CEO Dr M Masrur Reaz presented the keynote paper titled "Improving the Investment Climate: Why It's Critical for New Government Priorities and the Upcoming National Budget."

In his presentation, Masrur Reaz said the country also faces the absence of a coordinated domestic and foreign investment strategy, which continues to weaken investor confidence. He identified additional barriers

RESTRICTIVE REGULATIONS
Difficult business registration, licensing delays, compliance burdens

ENERGY & INFRASTRUCTURE GAPS
Power shortages, gas crisis, logistics bottlenecks

HIGH TAX PRESSURE
Heavy tax burden, unpredictable duties, complex VAT system



LIMITED EXPORT ACCESS
No EU FTA, high tariffs in new markets

LACK OF AFTERCARE SUPPORT
Poor investor servicing after initial investment approval

PREDICTABILITY MATTERS
Investors need stable rules, not policy surprises

including the lack of structured investment promotion, a gap between political commitments and implementation, and weak coordination between the public and private sectors.

He also pointed to limited coordination between the Prime Minister's Office and various ministries, the absence of diversified competitive sectors, leaving the economy heavily dependent on only five key sectors, and inadequate post-investment support or aftercare services.

Against this backdrop, Policy Exchange proposed a set of immediate reforms to strengthen investor confidence.

Masrur Reaz said the government can pursue seven priority reforms.

These include formulating a comprehensive national investment policy, simplifying business registration procedures, addressing

infrastructure and energy constraints, ensuring efficient use of economic zones, developing skilled human resources, promoting green investment, and establishing a modern legal framework for contract enforcement and dispute resolution. BGMEA President Md Mahmud Hasan Khan attended the event as special guest, while EuroCham Chairperson Nuria López, corporate lawyer Barrister Margub Kabir, and Zinnia Huq, Chief Financial Officer (CFO) of Unilever Bangladesh, participated as panel speakers.

EuroCham Chairperson Nuria López said the absence of a free trade agreement (FTA) with the European Union, Bangladesh's largest export destination, is already affecting investor confidence.

"Do we have a free trade agreement with our major customer at this moment—the European Union? No," she said, noting that countries such as

Vietnam and India have already secured similar agreements. She warned that without preferential access to the EU market, Bangladesh risks losing competitiveness to regional peers offering more predictable trade frameworks.

"We need to have, we must have, we must start right now an FTA," López said. "If we don't have free trade access to our largest market, we don't have a horizon to invest." She also said uncertainty over future market access is influencing investment decisions.

"I have recently started a new business in the agro-processing sector, but I am uncertain about the future. I do not know whether I will be able to export to Europe on equal terms with competitors from countries that already enjoy free market access," she said.

The Financial Express

30 APR 2026

López stressed that predictability is essential for attracting long-term investment, adding that Bangladesh currently lacks it. "We don't have predictability. We don't know what's going to happen in the future," she said, questioning whether there is a clear and investor-friendly policy direction. She linked the urgency of an EU FTA to Bangladesh's broader challenge in attracting foreign direct investment (FDI), saying policy uncertainty continues to undermine investor trust. Addressing the event as special guest, BGMEA President Md Mahmud Hasan Khan said Bangladesh should expand export markets through bilateral agreements with countries such as South Africa, Brazil and Turkey. He noted that around US\$8 billion in new opportunities have emerged in the ready-made garment sector, with further potential for expansion.

However, he stressed that high tariffs in these markets make such agreements necessary. "We are discussing this matter with the government," he said.

He also identified energy shortages as the most critical challenge for businesses.

"For entrepreneurs, energy is a greater concern than financial constraints," he said, adding that without resolving energy and infrastructure bottlenecks, financial support would have limited impact. Unilever Bangladesh CFO Zinnia Huq said business registration and documentation processes in Bangladesh are extremely slow and time-consuming. She pointed to weak coordination among government agencies, which reduces efficiency and delays business operations. Despite a double taxation avoidance treaty, she said prior approval from the National Board of Revenue (NBR) is still required for dividend remittance, making the process unnecessarily complex. She also highlighted a lack of transparency in audit procedures.

Barrister Margub Kabir said dispute resolution is central to investor confidence, but Bangladesh continues to struggle with a slow judicial system.

He cited the example of a Japanese company operating in Bangladesh for 25 years, while a contractual dispute

dating back to 2018 remains unresolved.

"There is no lack of laws in Bangladesh; the issue is making them simpler and the process faster," he said. Kabir added that foreign investors generally prefer arbitration to avoid lengthy court proceedings. However, even after arbitration awards, enforcement through courts faces similar delays. He called for specialised commercial courts, faster enforcement mechanisms, and judges with commercial expertise to ensure timely resolution of disputes. MCCI Secretary General Farooq Ahmed delivered the welcome address.

newsmanjasi@gamil.com



Promising export sectors to get RMG-style support: Amir Khosru

STAR BUSINESS REPORT



The government will provide all promising export sectors with the same facilities currently available to the readymade garment (RMG) industry, Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury said yesterday at a meeting with business leaders.

"If any promising export sector comes to us with a proposal, we will extend to that sector the same facilities that are available to the garment industry," he said at the pre-budget meeting organised by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) and the revenue board at the Pan Pacific Sonargaon.

Bonded warehouse facilities, back-to-back arrangements, and all other relevant support will be provided, he added, citing the gold and diamond sectors as examples of industries held back by the absence of such support.

Goldsmiths, he noted, were leaving the country for a lack of opportunities.

Bonded warehouse facilities allow export-oriented industries to import raw materials duty-free, on the condition that finished goods are not sold domestically. Currently, only the RMG sector enjoys the facility in full; the leather goods sector receives it partially.

The National Board of Revenue (NBR) had long resisted broader extension, citing fears of

duty-free materials being diverted to the local market, despite calls from economists to extend the facilities across the board.

The minister acknowledged those concerns but said they could not justify inaction. "It cannot be the case that we do nothing out of fear of theft," he said, adding that preventing misuse is a separate issue, and solutions will be addressed accordingly.

On taxation, he said the government could not offer broad incentives at present but would work to lower the cost of doing business.

"Wherever you are facing obstacles, let us know, and we will remove them. Tell us where your costs are increasing, and we will directly address those issues within the next three months," he told businessmen at the meeting.

This is already part of the ruling BNP's

manifesto, but businesses' input will make it more effective, he noted, adding that while removing all obstacles might not be possible, the government will eliminate most of them. "Give us some time. If we fail, we will take responsibility."

Stating that many have spoken about expanding the tax net, the minister requested business associations to assist in bringing those who are still outside the tax net into the system.

Painting a difficult economic picture, Khosru said the new government has inherited a damaged banking sector, weakened stock market and over Tk 40,000 crore in unpaid energy bills.

In addition, due to the ongoing conflict in the Middle East, the government is facing an additional energy cost of around \$4 billion, he added.

"We are navigating through these challenges across all sectors, but the government does not have unlimited resources... It will take some time for the situation to improve," the minister said, adding that the government and businesses need to work together to overcome this.

seen about 40 percent of their capital wiped out. On top of this, a 13-14 percent inflation rate has further eroded value. "Altogether, nearly 50 percent of capital has been eroded."

Describing the economy currently in a "low-level equilibrium", Khosru said generating growth is necessary to move it upward and attract investment. "If poverty, which has risen significantly, is not reduced through higher expenditure, demand will not be generated."

On the high borrowing costs, he said in the past, monetary supply was tightened to control inflation, but its effectiveness is uncertain.

With interest rates at 15 percent, he said the government would increase the development budget to stimulate growth, but cautioned that investment quality, not volume, was the priority. "If funds are misused or siphoned abroad in the name of mega projects, then a large budget serves no purpose."

He projected a two-year adjustment period before the economy stabilises. "By the third year, the economy will turn around."

Khandakar Abdul Muktaadir minister of

resolving those two issues was a prerequisite to new investment.

On reducing the cost of doing business, he said alongside providing targeted relief to the private sector, proposals will be made considering how to strengthen the national exchequer.

He also called for the jewellery sector to be brought fully into the formal economy, arguing that Bangladesh had a skilled workforce but lacked laboratories, design infrastructure, and supportive policy.

"If neighbouring countries can export several billion dollars' worth of gold annually, why can't we? We have the technical knowledge and skills. What we need are better laboratories, design facilities, and a supportive government policy," he added.

Kamran T Rahman, president of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, said the effective tax rate for many businesses reached 40-50 percent when advance and source taxes were factored in.

He called for unconditional corporate tax reductions, relaxed



RMG-style support: Amir Khosru

STAR BUSINESS REPORT

The government will provide all promising export sectors with the same facilities currently available to the readymade garment (RMG) industry, Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury said yesterday at a meeting with business leaders.



"If any promising export sector comes to us with a proposal, we will extend to that sector the same facilities that are available to the garment industry," he said at the pre-budget meeting organised by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) and the revenue board at the Pan Pacific Sonargaon.

Bonded warehouse facilities, back-to-back arrangements, and all other relevant support will be provided, he added, citing the gold and diamond sectors as examples of industries held back by the absence of such support.

Goldsmiths, he noted, were leaving the country for a lack of opportunities.

Bonded warehouse facilities allow export-oriented industries to import raw materials duty-free, on the condition that finished goods are not sold domestically. Currently, only the RMG sector enjoys the facility in full; the leather goods sector receives it partially.

The National Board of Revenue (NBR) had long resisted broader extension, citing fears of

duty-free materials being diverted to the local market, despite calls from economists to extend the facilities across the board.

The minister acknowledged those concerns but said they could not justify inaction. "It cannot be the case that we do nothing out of fear of theft," he said, adding that preventing misuse is a separate issue, and solutions will be addressed accordingly.

On taxation, he said the government could not offer broad incentives at present but would work to lower the cost of doing business.

"Wherever you are facing obstacles, let us know, and we will remove them. Tell us where your costs are increasing, and we will directly address those issues within the next three months," he told businessmen at the meeting.

This is already part of the ruling BNP's

manifesto, but businesses' input will make it more effective, he noted, adding that while removing all obstacles might not be possible, the government will eliminate most of them. "Give us some time. If we fail, we will take responsibility."

Stating that many have spoken about expanding the tax net, the minister requested business associations to assist in bringing those who are still outside the tax net into the system.

Painting a difficult economic picture, Khosru said the new government has inherited a damaged banking sector, weakened stock market and over Tk 40,000 crore in unpaid energy bills.

In addition, due to the ongoing conflict in the Middle East, the government is facing an additional energy cost of around \$4 billion, he added.

"We are navigating through these challenges across all sectors, but the government does not have unlimited resources... It will take some time for the situation to improve," the minister said, adding that the government and businesses need to work together to overcome this.

Noting that businesses are also experiencing a serious capital shortage, he said due to currency depreciation, many have

seen about 40 percent of their capital wiped out. On top of this, a 13-14 percent inflation rate has further eroded value. "Altogether, nearly 50 percent of capital has been eroded."

Describing the economy currently in a "low-level equilibrium", Khosru said generating growth is necessary to move it upward and attract investment. "If poverty, which has risen significantly, is not reduced through higher expenditure, demand will not be generated."

On the high borrowing costs, he said in the past, monetary supply was tightened to control inflation, but its effectiveness is uncertain.

With interest rates at 15 percent, he said the government would increase the development budget to stimulate growth, but cautioned that investment quality, not volume, was the priority. "If funds are misused or siphoned abroad in the name of mega projects, then a large budget serves no purpose."

He projected a two-year adjustment period before the economy stabilises. "By the third year, the economy will turn around."

Khandakar Abdul Muktedir, minister of commerce, industries, textiles and jute, said energy shortages and high borrowing costs had left many industrial sectors fragile, and that

resolving those two issues was a prerequisite to new investment.

On reducing the cost of doing business, he said alongside providing targeted relief to the private sector, proposals will be made considering how to strengthen the national exchequer.

He also called for the jewellery sector to be brought fully into the formal economy, arguing that Bangladesh had a skilled workforce but lacked laboratories, design infrastructure, and supportive policy.

"If neighbouring countries can export several billion dollars' worth of gold annually, why can't we? We have the technical knowledge and skills. What we need are better laboratories, design facilities, and a supportive government policy," he added.

Kamran T Rahman, president of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, said the effective tax rate for many businesses reached 40-50 percent when advance and source taxes were factored in.

He called for unconditional corporate tax reductions, relaxed cash transaction rules, an integrated taxpayer profile system, and online appeal hearings for income tax, VAT, and customs disputes.

